ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 047 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৪৭ ● কলকাতা ● ০৫ ফাল্গুন , ১৪৩২ ● বুধবার ● ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 206

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

"এখন তারা নিজের ভাষায় কি বলছে তা বোঝার চেষ্টা কর।

ওরা কি আওয়াজ করছে, তার উপর একাগ্র হলে জানতে পারবে- তারা একই আওয়াজ অনেক বার করছে।

একই আওয়াজ বার বার করছে মানে কিছু বলা হচ্ছে যা কেউ শুনছে না, সেইজন্য বার বার বলতে হচ্ছে। তারপর বার বার কি প্রসন্নতার সঙ্গে না অপ্রসন্নতার সঙ্গে বলা হচ্ছে, তা অধ্যয়ন কর।

ক্রমশঃ

যাঁদের ডিমোশন করবে, তাঁদের প্রোমোশন করব', ৭ আধিকারিকের সাসপেনশন নিয়েও বড় কথা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রবিবার রাজ্যের সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করার কথা জানিয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন । সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, অবিলম্বে কমিশনের নির্দেশ পালন করতে হবে। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতে সরাসরি সেই সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করে কমিশন। মঙ্গলবার ওই সাত আধিকারিকেরই পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, একটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থে গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'বুলডোজ' করা হচ্ছে। তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, আইন মানার বিষয়ে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। তিনি বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। তুঘলকি

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইন্‌স্টিটিউট্

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

স্পর্শকাতর এলাকায় কড়া নজর নির্বাচন কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইলেকশন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক এসআইআর শুনানিকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি ও ভাঙচুরের ঘটনার পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে কমিশন।সব মিলিয়ে ভোটের আগেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে স্পর্শকাতর এলাকায় কঠোর নজরদারির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করাই এখন নির্বাচন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য।এই পরিস্থিতিতে ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কমিশন। তাই নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

এছাড়া এসআইআর শুনানি চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজিপিকে শোকজ করার বিষয়টিও মাথায় রাখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

কমিশনের একাংশের মতে, ২০২১ সালের বিধানসভা এবং ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের তুলনায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ এবারের নির্বাচনে দফা সংখ্যা তুলনামূলক কম হতে পারে-ফলে প্রতি দফায় বেশি বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে সদ্য রাজ্যে নিযুক্ত স্পেশ্যাল অবজারভারের রিপোর্ট ও মতামতের ভিত্তিতেই কত সংখ্যক বাহিনী আগাম মোতায়েন হবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রাথমিক ইঙ্গিত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে বলেও কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

লালাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি, অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি লালাকে তারা হেফাজতে নিতে চাইলেও 'প্রতিবন্ধক' হয় রক্ষাকবচ। এ জন্য সুপ্রিম কোর্টের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। মঙ্গলবার সেই ছাড়পত্র পেল তারা।অনুপ ওরফে লালার জন্ম পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের নিতুরিয়ার ভামাড়িয়ায়। বর্তমানে সেখানেই থাকেন। একদা দরিদ্র পরিবারের সন্তান লালা মাছের ব্যবসা করেছেন। কাজের খোঁজে তিনি চলে গিয়েছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলের সালানপুরে। সেখানেই কয়লা মাফিয়া লালার হাতেখড়ি। সিবিআই দাবি করে, লালার সঙ্গে জয়দেব মণ্ডল, বিনয় মিশ্রেরা কোটি কোটি টাকার কয়লাপাচারে যুক্ত। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন নানা ক্ষেত্রের প্রভাবশালীরা। সেই তালিকায় জেলাস্তরের নেতানেত্রীও যেমন রয়েছেন, তেমনই আছেন রাজ্যস্তরের নেতাও। লালার 'সঙ্গী' বিনয় মিশ্র দীর্ঘ দিন ধরে 'পলাতক।' তিনি এখন ভিন্‌দেশের বাসিন্দা। জয়দেব কয়লাপাচার কাণ্ডে জেল খাটলেও এখন জামিনে রয়েছেন। একমাত্র লালাকে কখনও এই মামলায় হেফাজতে পায়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।অনুপ মাঝি ওরফে লালাকে হেফাজতে পেতে চলেছে ইডি! গ্রাফিক: আনন্দবাজার ডট কম। কয়লাপাচার মামলায় মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি পেল

এরপর ৪ পাতায়

পরিবর্তন রথ' নামাচ্ছে বিজেপি! ব্রিগেডে শক্তিপ্রদর্শনের প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আগেভাগেই প্রচারের রণকৌশল সাজাতে শুরু করেছে রাজ্য বিজেপি । 'পরিবর্তন রথযাত্রা'কে হাতিয়ার করেই রাজ্যজুড়ে জনসংযোগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে প্রস্তুতি বৈঠকে সেই রূপরেখা চূড়ান্ত করা হয়।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আগাম সাংগঠনিক সক্রিয়তা দেখিয়ে ২০২৬-এর লড়াইকে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির পথে নিয়ে যেতে চাইছে বিজেপি। রথযাত্রা, ব্রিগেড সমাবেশ এবং ইস্তেহার - এই তিন স্তম্ভকে সামনে রেখে রাজ্যে নিজেদের বিকল্প শক্তি

হিসেবে তুলে ধরাই গেরুয়া শিবিরের লক্ষ্য।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য (Shamik Bhattacharya), কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব (Bhupender Yadav), বিজেপির সংগঠন পর্যবেক্ষক সুনীল বনসাল (Sunil Bansal) এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব (Biplab Deb)-সহ একাধিক শীর্ষ নেতা। সূত্রের খবর, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি এবং নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রস্তুতি - সব বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিলিগুড়ি, মালদহ, কলকাতা মহানগর,

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

যাঁদের ডিমোশন করবে, তাঁদের প্রোমোশন করব', ৭ আধিকারিকের সাসপেনশন নিয়েও বড় কথা মমতার

কমিশনের যেটুকু আইন মানার প্রয়োজন, সেটুকু নিশ্চয়ই মানব।' তবে কমিশনকে সতর্ক করে মমতা বলেন, নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলে 'ছক্কা খেতে হবে'।স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, "যাঁদের ডিমোশন করবে, তাঁদের প্রোমোশন করব।" শুধু তাই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এই ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে যে, এই সাতজনের বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে না নবান্ন। যদিও পূর্বে যে চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর পথে হেঁটেছে রাজ্য।

ঘটনার প্রেক্ষাপট হল, ওই সাত জনই রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR)-এ এইআরও হিসাবে কাজ করছিলেন। তবে এসআইআরের কাজে তাঁদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, কর্তব্যে গাফিলতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তোলে কমিশন। সেই বিষয় উল্লেখ করে ওই সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি পাঠায় কমিশন।

বুধবার ওই সাত আধিকারিকের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁর। পাশাপাশি, কমিশনের তরফে ঘনঘন হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠানো নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে একের পর এক বার্তা পাঠানো হচ্ছে এবং প্রত্যেকটিতে আলাদা নির্দেশ থাকায় তৈরি হচ্ছে 'টোটাল কনফিউশন', যা তাঁর মতে বেআইনি।

এদিন শুধু যে আধিকারিকদের সাসপেনশন নিয়েই শুধু কথা বলেছেন তা নয়। সাংবাদিক বৈঠকের আগাগোড়া ঘোরাফেরা করেছে 'তুঘলকি' শব্দটি। নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা নতুন নয়। কিন্তু সেই তৎপরতাই যদি বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে আসে, তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই একগুচ্ছ অভিযোগ তুললেন এসআইআর প্রক্রিয়া এবং কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। তাঁর কথায়, 'এসআইআর' শুরুর পর থেকে তিনি আর নির্বাচন কমিশন বলতে রাজি নন— বরং 'সো-কল্ড টর্চার কমিশন', 'ক্যাপচার কমিশন' বলেই কটাক্ষ করলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কমিশন 'তুঘলকি' পদ্ধতিতে কাজ করছে এবং 'হিটলারি অত্যাচার' চালানো হচ্ছে। ভোটের আগে ভোট করানোর চেষ্টা চলছে বলেও দাবি তাঁর। তিনি বলেন, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রেও নাকি একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বিহারে 'এসআইআর' চলাকালীন যে নথিগুলি গ্রহণযোগ্য ধরা হয়েছিল, বাংলায় সেগুলি কেন মানা হবে না— সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, বিহারে যেখানে ১১টি পয়েন্ট ছিল, বাংলায় সেখানে ১৩টি করা হয়েছে।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির এক নেত্রী, সীমা খান্না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছেন ভোটার তালিকা থেকে। তাঁর দাবি, বাদ পড়া নামের মধ্যে বহু বৈধ ভোটার রয়েছেন। বাংলায় 'জোচ্চুরি খেলার চচ্চড়ি' চলছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। গোটা পরিস্থিতিকে তিনি 'থ্রেট কালচার'-এর উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন।

(২ পাতার পর)

পরিবর্তন রথ' নামাচ্ছে বিজেপি! ব্রিগেডে শক্তিপ্রদর্শনের প্রস্তুতি

উত্তর ২৪ পরগনা, নবদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া-হুগলি, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বর্ধমান থেকে বেরোবে দশটি পৃথক 'পরিবর্তন রথ'। এই রথগুলি পাঁচটি বৃহত্তর জোন - রাঢ়বঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, নবদ্বীপ, কলকাতা ও হাওড়া-হুগলি-মেদিনীপুর অঞ্চল জুড়ে প্রচার চালাবে। মূলত দোলযাত্রার পর থেকেই এই কর্মসূচি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা।

দলের অন্দরের খবর, মার্চের মাঝামাঝি কলকাতার ব্রিগেডে একটি বড় সমাবেশের পরিকল্পনা রয়েছে। সম্ভাব্য তারিখ হিসেবে ১৫ মার্চ ভাবা হলেও তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ওই সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জল্পনা। পরিকল্পনা এমন যে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রা করা রথগুলি শেষ পর্যন্ত ব্রিগেডেই এসে মিলিত হবে - এক প্রকার শক্তিপ্রদর্শন হিসেবেই দেখা হচ্ছে এই কর্মসূচিকে।

শুধু প্রচার নয়, নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরির ক্ষেত্রেও বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি। জনমত সংগ্রহের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অগ্রাধিকার এবং স্থানীয় সমস্যাগুলিকে ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একাধিক পর্যায়ে মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গিয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়েও স্থানীয় নেতৃত্বের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনায় ৩ মাইক্রো অবজারভারকে বরখাস্ত করল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত জেলা নির্বাচনী তালিকা পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিকেলে তিনজন মাইক্রো পর্যবেক্ষককে বরখাস্ত করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে।জানা গিয়েছে, নির্বাচনী তালিকা মাইক্রো পর্যবেক্ষকরা (ইআরএমওএস) নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিনিয়োগে থাকায় তাঁদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার কথা।ময়নার ২ জন ERO এবং ২ জন AERO দের বিরুদ্ধে FIR করল রাজ্য।একই ভাবে বারুইপুরের পূর্ব ২ জন ERO এবং AERO দের বিরুদ্ধে FIR করল রাজ্য।মঙ্গলবার বিকেল ৫:৩০ ডেডলাইন দিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন তাঁদের পাশে থাকবে সরকার।চাকরিচ্যুত কেউ হবেন না। কমিশন কাউকে ডিমোশন করলে তাঁদের প্রমোশন করবে রাজ্য বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।কিন্তু বরখাস্ত হওয়া তিন পর্যবেক্ষক তাঁদের কাজ অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (CEO) দফতর থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, নির্বাচনী তালিকা মাইক্রো পর্যবেক্ষকদের তাঁদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে। কাজ আউটসোর্স করা বা অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। এই নিয়ম ভাঙলে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ করা পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনী তালিকা তৈরি ও ডাটা ইনপুট করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের দায়িত্ব নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। এই ধরনের অনিয়মে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন দফতর। এদিকে,৪ জন নির্বাচনী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল নবান্ন।

সম্পাদকীয়

কমিশনের সময়-সীমা মেনেই FIR চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে

ডেডলাইনের আগেই SIR প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল রাজ্য। অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে ২ জন ইআরও এবং ২ জন এইআরও রয়েছেন। ইতিমধ্যেই কমিশনের নির্দেশে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে খবর সূত্রের। অন্যদিকে রাজ্যের পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কমিশনের নির্দিষ্ট ডেডলাইনের আগেই SIR প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল রাজ্য। অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে ২ জন ইআরও এবং ২ জন এইআরও রয়েছেন। ইতিমধ্যেই কমিশনের নির্দেশে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে খবর সূত্রের। অন্যদিকে রাজ্যের পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।রাজ্যে SIR শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই ওই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে ভোটার লিস্টে কারচুপির অভিযোগ উঠেছিল। যেখানে নাম জড়িয়েছিল এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরেরও। এরপরই ওই সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে রাজ্যকে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয় কমিশন। কিন্তু সেই নির্দেশ মানা নিয়ে টালবাহানার অভিযোগ ওঠে নবান্নের বিরুদ্ধে। এরপরেই মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে তলব করে কমিশন।

অভিযুক্ত চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বিকেল ৫:৩০ মধ্যে রাজ্যকে এফআইআর দায়ের করতে হবে বলে নির্দেশ দেয় কমিশন। অবশেষে আজ সেই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ওই চারজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে আধিকারিকদের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার ইআরও এবং এইআরও রয়েছেন। রয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্বের ইআরও এবং এইআরও। উল্লেখ্য, কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ওই চারজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হলেও রাজ্য সরকার তাঁদের পাশে থাকবে বলে আজ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি কাওকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'কমিশন কাউকে ডিমোশন করলে তাদের প্রমোশন করবে রাজ্য।'

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একুশতম পর্ব)

ওদের ভেতরেও তো আমি আছি "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরুপেন সংস্থিতী" তিনিই যে আমাদের শ্রীশ্রীমা হয়ে এসেছেন নিজ মাতৃভাবকে অবলম্বন করে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মা স্বমুখে বলেছেন আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদ ও তেমন ছেলে। শরৎ স্বামী সারদানন্দ হলেন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার, সম্পাদক, আর আমজাদ একজন ডাকাত। মা বলেছেন-"আমি সতের ও মা, অসতের ও মা"। মা যে বাস্তববাদী ছিলেন আর সে কারণেই স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 'শ্রীশ্রীমা' সম্পর্কে লিখছেন-

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

লালাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে ইডি, অনুমতি সুপ্রিম কোর্টের

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে।

এর আগে বেশ কয়েক বার লালাকে তলব করা হয়েছে। কিন্তু প্রতি বারই হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে সুপ্রিম কোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। কয়লা খাদান থেকে বেআইনি ভাবে কয়লা তুলে পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত লালাকে ইসিএল, সিআইএসএফ এবং রেলের একাংশ সাহায্য করতেন বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই।

২০২৪ সালের আসানসোল আদালত লালাকে আত্মসমর্পণের নোটিস দেয়। তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বলেন বিচারক। তবে এর মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন লালা। শর্ত ছিল, কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের তদন্তে সহায়তা করতে হবে এবং নিম্ন আদালতের নির্দেশ পালন করতে হবে। তা ছাড়া এলাকা ছেড়ে যেতে পারবেন না তিনি। ইডি-র একটি সূত্রে খবর, সম্প্রতি লালাকে তারা হেফাজতে নিতে চাইলেও 'প্রতিবন্ধক' হয় রক্ষাকবচ। এ জন্য সুপ্রিম কোর্টের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। মঙ্গলবার সেই ছাড়পত্র পেল ইডি।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইনি মহাঘোররূপা কিন্তু নবযৌবনা এবং হাস্যমুখী। বর্ণ হেম, নেত্র তিনটি করে অষ্ট বদনে, হাত ষোলোটি, গলায় পঞ্চাশটি রক্তঝরা নরমুণ্ডের মালা, ঊর্ধ্ব পিঙ্গল কেশ। ইনি বাঁ পায়ে ইন্দ্রকে চেপে আছেন, ডান পায়ে বিষ্ণুকে, দু-পায়ের মাঝখানে আছে শিব ও ব্রহ্মা" (৪: ৩৬৪)। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের ৬০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট (ISI)-এর ৬০তম সমাবর্তন আজ কলকাতার আইএসআই সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কোয়ান্টিটেটিভ ইকোনোমিক্স, গুণমান ব্যবস্থাপনা এবং অপারেশনস রিসার্চসহ বিভিন্ন শাখায় মোট ৫৬৮ জন সফল শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়।

জাতীয় জীববিজ্ঞান কেন্দ্র (NCBS), টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (TIFR)-এর সিনিয়র ভিজিটিং অধ্যাপক, পদ্মভূষণ প্রফেসর পদ্মনাভন বলরাম অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্নাতকদের উদ্ভাবনে উৎসাহিত করার পাশাপাশি, বিজ্ঞান ও সমাজে অর্থবহ অবদান রাখার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল সায়েন্স চেয়ার (SERB–DST), আইএসআই-এর প্রাক্তন নির্দেশক ও সভাপতি প্রফেসর শঙ্কর কুমার পাল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা শংসাপত্র হস্তান্তর করেন। ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক প্রফেসর অয়নেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ফলাফল উপস্থাপন করেন, যেখানে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্যের পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং এই শিক্ষাবর্ষে আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনগুলির উল্লেখ করা হয়। অধ্যয়ন বিষয়ক ডিন অধ্যাপক বিশ্বব্রত প্রধান ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপন করেন।

প্রদত্ত ডিগ্রিগুলির মধ্যে ছিল ৪৫টি পিএইচডি, ৩৬টি মাস্টার অফ ম্যাথেমেটিক্স, ৫৯টি মাস্টার অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ৩৯টি ব্যাচেলর অফ স্ট্যাটিস্টিক্স (সাম্মানিক) ডিগ্রি। এছাড়াও ক্রিপ্টোলজি বা সাংকেতিক ভাষা অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিদ্যা ও সিকিউরিটি, বিজনেস অ্যানালিটিক্স, কোয়ান্টিটেটিভ ইকোনমিক্স এবং অ্যাপ্লাইড স্ট্যাটিস্টিক্সের মতো উদীয়মান ক্ষেত্রে একাধিক এম.টেক., এম.এস. এবং স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়। নিজের বক্তব্যে অধ্যাপক পাল ইনস্টিটিউটের বহুকেন্দ্রিক চরিত্র এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে উচ্চমানের গবেষণা ও শিক্ষার প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালে গণিত, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, ডেটা সায়েন্স-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়োজিত বহু উচ্চপর্যায়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্র, গবেষণাগার এবং সরকারি সংস্থার সঙ্গে কৌশলগত ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির কথাও তুলে ধরা হয়।

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্নাতকদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি, দেশের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে তাদের জ্ঞান প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। তাঁরা প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ, উদ্ভাবন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্যও উৎসাহিত করেন।

১৯৩১ সালে প্রফেসর পি. সি. মহালানবিশ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট ভারতে পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটার সায়েন্স এবং আন্তঃবিষয়ক গবেষণার বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি, নীতিনির্ধারণ, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

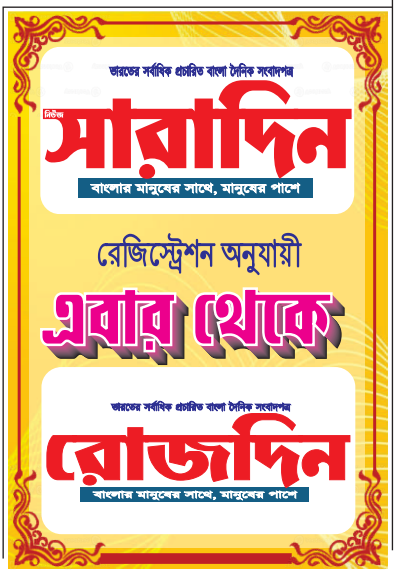

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাণ্ডা রবিউলকে মন্ত্রী করলেন তারেক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: ক্ষমতায় ফিরে ধীরে-ধীরে নখদাঁত বের করতে শুরু করেছেন খালেদা পুত্র তারেক রহমান। মূলত তোলাবাজ এবং সন্ত্রাসীদের গডফাদার হিসেবে পরিচিতদেরই মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেছেন। সেই তালিকায় রয়েছেন শেখ রবিউল আলম। তিনি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রক, রেলপথ মন্ত্রক এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রকের মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন।ধানমন্ডি থানা বিএনপির সভাপতি থাকাকালীন গত বছরের ৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম পাণ্ডা ছিলেন রবিউল। ওই দিন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের নেতৃত্বে থাকা এনসিপি নেত্রী সুরভী আক্তার ও 'চ্যানেল আই' টেলিভিশনের সঞ্চালিকা দীপ্তি চৌধুরী জানিয়েছেন, বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুর করা প্রত্যেককে খাবার সরবরাহ করার পাশাপাশি পারিশ্রমিক হিসাবে হাজার-হাজার টাকা দিয়েছেন রবিউল। শুধু তাই নয়, গত বছরের ১৫ অগস্ট বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে শোকপ্রকাশে যাওয়া সাধারণ মানুষকে নিগৃহীত করেছিলেন রবিউলের পোষ্য গুন্ডারা। আর ওই অপকর্মের দায় সুকৌশলে জাতীয় নাগরিক পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর উপরে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় সদ্য সমাপ্ত সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১০ আসনে রবিউলকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন তারেক রহমান। তিন মন্ত্রকই তোলা আদায়ের প্রধান উৎস। দলীয় তহবিল ভরাতে তারেক রহমান সুপরিকল্পিতভাবেই খুন ও সন্ত্রাসে জড়িত শেখ রবিউলকে দায়িত্ব দিয়েছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সন্ত্রাসী হিসাবে একাধিক মামলা রয়েছে ৪৮ বছর বয়সী রবিউলের বিরুদ্ধে। ১৩ বছর আগে ২০১৩ সালের ২৬ অক্টোবর রাজধানীর কলাবাগান বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ধর্মঘট সফল করতে কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের নিয়ে নিরীহ মানুষের উপরে হামলা চালিয়েছিলেন। একটি প্রাইভেট গাড়িতে বোমাও ছোড়া হয়। ওই ঘটনায় পুলিশ শেখ রবিউল আলমসহ অন্যদের বিরুদ্ধে কলাবাগান থানায় মামলা করে। ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিএনপি নেতা রবিউল আলমসহ ৬৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। ২০২৩ সালের ৩০ অক্টোবর ওই মামলায় রবিউলকে আড়াই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ৯ মাস জেল কেটে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান।

এর পরে ২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় প্লিজেন্ট প্রপার্টি নামে একটি আবাসন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিরোধের জেরে জমির মালিকের ছেলে তানজিল জাহান ইসলাম (৩৪) খুন হন। তিনি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দীপ্ত টিভির সম্প্রচার আধিকারিক ছিলেন। ওই ঘটনায় ১৬ জনের নামে মামলা করে তানজিলের পরিবার। মামলার তিন নম্বর আসামী ছিলেন প্লিজেন্ট প্রপার্টির কর্ণধার শেখ রবিউল আলম রবি। ওই ঘটনায় তার দলীয় সদস্যপদ স্থগিতও রাখেন বিএনপি শীর্ষ নেতৃত্ব।

নতুন দিল্লিতে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপোর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ নতুন দিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপোর উদ্বোধন করেছেন।

শ্রী মোদী বলেছেন, উদ্ভাবক, গবেষক এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উৎসাহী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে তিনি কৃত্রিম মেধা, ভারতীয় প্রতিভা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সম্ভাবনা রয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি বলেন, কৃত্রিম মেধা ক্ষেত্রে ভারতের উন্নয়ন শুধুমাত্র সংস্কারের ক্ষেত্রে দেশকেই নয়, সারা বিশ্বে অগ্রগতিতেও ভূমিকা পালন করবে।

সামাজিক মাধ্য এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

"নতুন দিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট এক্সপোর উদ্বোধন করলাম।

উদ্ভাবক, গবেষক এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উৎসাহী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত থেকে কৃত্রিম মেধা, ভারতীয় প্রতিভা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সম্ভাবনা রয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করছি। কৃত্রিম মেধা ক্ষেত্রে ভারতের উন্নয়ন শুধুমাত্র সংস্কারের ক্ষেত্রে দেশকেই নয়, সারা বিশ্বে অগ্রগতিতেও ভূমিকা পালন করবে।"

বারামতীতে লিয়ারজেট (ভিটি-এসএসকে) বিমান দুর্ঘটনার তদন্তকারী সংস্থা এএআইবি-র প্রদত্ত সর্বশেষ তথ্য

নতুন দিল্লি ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বারামতীতে ২৮শে জানুয়ারী লিয়ারজেট (ভিটি-এসএসকে) বিমানটি দুর্ঘটনার শিকার হয়। এই দুর্ঘটনার তদন্ত করছে এয়ারক্র্যাফ্ট আক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো বা এএআইবি। এই সংস্থাটি ২০১৭ সালের বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি অনুসরণ করে তদন্ত করছে।

এই বিমানটিতে ২টি ফ্লাইট রেকর্ডার ছিল। দুর্ঘটনার সময় সেগুলি দীর্ঘক্ষণ গরমের মধ্যে ছিল। তবে এলথ্রি-কমিউনিকেশন্স-এর তৈরি ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারটির থেকে তথ্য সফলভাবে পরীক্ষাগারে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। হানিওয়েলের তৈরি ককপিট ভয়েস রেকর্ডারটি থেকেও প্রযুক্তিগত নানা তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এএআইবি সমস্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করেই পুরো তদন্তের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। এক্ষেত্রে কোনো গুজব যাতে না ছড়ায় এবং পুরো তদন্ত যাতে স্বচ্ছভাবে হয়, সেটিও নিশ্চিত করা হচ্ছে। এসংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এএআইবি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করছে, তারা যাতে কোনোরকমের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়।

সিনেমার খবর

অক্ষয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চেয়েছিলেন কঙ্গনা, কেন ফিরিয়ে দেন অভিনেতা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অভিনেতা অক্ষয় খান্না এ মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। যৌবনে যখন নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তখন একাধিক সিনেমায় কাজ করেছেন। প্রশংসিত হয়েছে তার অভিনয়। তবু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া হয়নি এ অভিনেতার। সেই সাফল্য যেন কয়েক গুণ বেড়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে 'ধুরন্ধর' সিনেমার বদৌলতে। কিন্তু তারপরও কোথাও যেন এক শূন্যতা।

যদিও অক্ষয় খান্না সেসবের থেকে দূরেই রয়েছেন। একা থাকেন, বিয়ে করে কারও দায়িত্ব নিতে চান না তিনি। তবে একটা সময় অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত চেয়েছিলেন অভিনেতার সঙ্গে প্রেম করতে। কিন্তু পাল্টা কোন ব্যবহার পান তিনি?

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। 'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানে অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত ও অনিল কাপুরের সঙ্গে আসেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। সেখানেই অক্ষয় খান্নার প্রতি তার অনুরাগের কথা জানান তিনি। এমনিতেই কঙ্গনার প্রেমের দিকে ভাগ্য খুব একটা ভালো নয়। অভিনেতা অধ্যয়ন সুমন থেকে হৃতিক রোশন, আদিত্য পঞ্চোলী— একাধিক নায়কের প্রেমে পড়েছেন। কিন্তু কোনো সম্পর্কেই টেকেনি। অক্ষয়ের সঙ্গে কেন প্রেম হলো না তার, জানালেন অভিনেত্রী।

'নো প্রবলেম' সিনেমায় অক্ষয়ের সঙ্গে কাজ করেছিলেন কঙ্গনা রানাউত। অভিনেত্রী বলেন, অক্ষয়কে দেখে একাধিকবার তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন তিনি। প্রথমে আলাপ জমিয়ে তার পর প্রেমপ্রস্তাব দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মন গলেনি অক্ষয়ের।

কঙ্গনা বলেন, আমি ওকে দেখে কথা বলি। একাধিকবার নানা রকমের প্রস্তাব দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলল না। অক্ষয় তো অন্য কারও সঙ্গেই কথা বলল না। ফলে সেই প্রেম বাস্তবায়িত হয়নি কোনো দিনই। অক্ষয় নিজে একাধিকবার জানিয়েছেন, তিনি একা ভালো রয়েছেন। বিয়ে ভালো জিনিস, তবে তিনি সেই বাঁধনে জড়াতে চান না।

সংসার ভাঙছে যীশুর, স্ত্রীর পোস্ট ঘিরে গুঞ্জন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ দুই দশকের দাম্পত্যজীবনে ভাঙনের সুর। তবে কি ভেঙেই যাচ্ছে টলিউড অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত ও তার স্ত্রী নীলাঞ্জনার সংসার? সম্প্রতি অভিনেতার স্ত্রীর একটি পোস্ট ঘিরে গুঞ্জন মাথাচাড়া দিয়েছে।

সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে আবেগঘন এক পোস্টে নীলাঞ্জনা লেখেন, কখনো কখনো কোনো বিষয় শেষ হওয়ার অর্থ এই নয় যে তার গুরুত্ব ফুরিয়ে গেছে। বরং এর অর্থ হলো, সেখান থেকে নতুন করে পাওয়ার আর কিছু নেই।

এই জীবনের এই অধ্যায় শেষ হওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞ। আত্মসম্মান ও নিজের সত্তা খুঁজে পাওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি লেখেন, আমি এমন এক স্বচ্ছতা ও সাহস পেয়েছি যা আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এই শেষকে আমি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করছি।

উল্লেখ্য, গত বছর থেকেই যীশু ও নীলাঞ্জনার আলাদা থাকার গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন সূত্রের খবর অনুযায়ী, যীশুর ব্যক্তিগত সহকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করেই তাদের দীর্ঘ ২০ বছরের দাম্পত্যে ফাটল ধরেছে।

বর্তমানে যীশু ও নীলাঞ্জনা আলাদা থাকছেন এবং তাদের দুই মেয়েও মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে আইনি বিচ্ছেদ নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি এ তারকা দম্পতি।

ভক্তদের মঞ্চে ডেকে বিপাকে বলিউড অভিনেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন সিনেমা 'ও রোমিও'-র প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বলিউড অভিনেতা শাহিদ কাপুর ও অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। এরই অংশ হিসেবে শুক্রবার মুম্বাইয়ে জমকালো আয়োজনে মুক্তি পায় সিনেমার নতুন গান 'পান কি দোকান'। তবে উৎসবের মেজাজে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠানটি মুহূর্তেই রূপ নেয় বিশৃঙ্খলায়।

অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সাধারণ ভক্তদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মঞ্চে পারফর্ম করার সময় শাহিদ কাপুর কয়েকজন ভক্তকে তার সঙ্গে নাচার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু প্রিয় তারকাকে কাছে পেয়ে উত্তেজনার বশে একসঙ্গে অসংখ্য মানুষ নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে মঞ্চে উঠে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং নিরাপত্তার খাতিরে শাহিদ দ্রুত মঞ্চ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি সামাল দিলে এবং দর্শকদের সরিয়ে দিলে তিনি আবারও মঞ্চে ফিরে আসেন।

'আশিকোঁ কি কলোনি'-র সাফল্যের পর 'পান কি দোকান' গানে দ্বিতীয়বারের মতো জুটি বেঁধেছেন শাহিদ কাপুর ও দিশা পাটানি। গানটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা গেছে। এটির সংগীত পরিচালনা করেছেন ছবিটির নির্মাতা বিশাল ভরদ্বাজ। গীতিকার হিসেবে রয়েছেন গুলজার। গানটি গেয়েছেন সুখবিন্দর সিং ও রেখা ভরদ্বাজ। কোরিওগ্রাফি করেছেন জনি মাস্টার।

বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত এই ছবিটি আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। তবে মুক্তির ঠিক আগমুহূর্তে আইনি গ্যাঁড়াকলে পড়েছে সিনেমাটি। হোসেন উস্তরার মেয়ে সানোবার শেখ মুম্বাই সিভিল কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন। তার অভিযোগ, সিনেমাটি তার বাবার জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি অননুমোদিত বায়োপিক, যেখানে তাকে নেতিবাচকভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। আদালতের রায়ের ওপর নির্ভর করছে ছবিটির ভবিষ্যৎ।

উল্লেখ্য, 'কামিনে', 'হায়দার' এবং 'রেঙ্গুন'-এর পর এটি শাহিদ কাপুর ও বিশাল ভরদ্বাজের চতুর্থ কাজ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

নিসাঙ্কার সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে সুপার এইটে শ্রীলঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা টানা তিন ম্যাচ জিতে সুপার এইটে ওঠার পথ নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার জন্য পরিস্থিতি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিন ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে অজিরা। আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হেরে অজিরা চাপের মুখে পড়েছে। সুপার এইটে যেতে হলে তাদের জটিল সমীকরণ মেলাতে হবে, পাশাপাশি জিম্বাবুয়ের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

সোমবার পাল্লেকেলা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টসে হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে উড়ন্ত শুরু পায় অস্ট্রেলিয়া। উদ্বোধনী জুটিতে মিচেল মার্শ ও ট্রাভিস হেড ৮ ওভারে ১০৪ রান যোগ করেন। তবে দুশান হেমান্থা ও চামিরার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে অজিদের ইনিংস থেমে যায়, ১৮১ রানে অলআউট হয় তারা।

শ্রীলঙ্কার বোলারদের মধ্যে দুশান হেমান্থা ৪ ওভারে ৩৭ রান খরচায় ৩ উইকেট নেন। এছাড়া দুশমন্থ চামিরা, মহেশ থিকশানা, দুনিথ ভেল্লালাগে ও কামিন্দু মেন্ডিস একটি করে উইকেট শিকার করেন।

জবাবে শুরুতেই কুশাল পেরেরা আউট হলেও কুশাল মেন্ডিস ও পাথুম নিসাঙ্কা ৯৭ রানের জুটি গড়ে দলের ভরসা তৈরি করেন। মেন্ডিস ৩৮ বলে ৫১ রান করে ফেরেন। এরপর পাথুম নিসাঙ্কা ৫২ বলে অপরাজিত ১০০ রানে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ১২ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জয় নিশ্চিত করে এবং সুপার এইটে ওঠার পথ মসৃণ করে।

এই জয়ের ফলে শ্রীলঙ্কা সুপার এইটে জায়গা নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ও অন্য দলের ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে।

ইউরোপীয় টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়াল বার্সা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইউরোপিয়ান সুপার লিগ প্রকল্প থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সরে দাঁড়িয়েছে এফসি বার্সেলোনা। ক্লাবটি ৭ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেছে।

বার্সেলোনা জানিয়েছে, তারা ইউরোপিয়ান সুপার লিগ কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট অন্য ক্লাবগুলোর কাছে লিখিতভাবে তাদের সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত বার্সেলোনার সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা গত ডিসেম্বরেই দিয়েছিলেন। তখন তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ক্লাবটি এই প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসতে চায়।

বার্সেলোনাভিত্তিক স্প্যানিশ দৈনিক ফরোস লা ভানগার্দিয়া আয়োজিত এক ফোরামে লাপোর্তা বলেন, 'ক্লাব ফুটবলে শান্তি ও টেকসই ভবিষ্যৎ চায় বার্সা।'

তিনি জানান, সুপার লিগের বিষয়টি তিনি আগের বোর্ডের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। শুরুতে তিনি প্রকল্পে ছিলেন, কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলা কিছু ক্লাব বড় ধরনের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করেছিল।

তবে লাপোর্তা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই প্রকল্প এখন আর কারও জন্য ভালো নয়।

২০২১ সালে ইউরোপের শীর্ষ কয়েকটি ক্লাব নিয়ে ইউরোপিয়ান সুপার লিগের প্রস্তাব আসে। এর লক্ষ্য ছিল উয়েফার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মতো প্রতিযোগিতার বিকল্প বা প্রতিদ্বন্দ্বী একটি বেসরকারি টুর্নামেন্ট চালু করা। এতে বেশি আয় ও আর্থিক স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু শুরু থেকেই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হয়। একে একে প্রায় সব প্রতিষ্ঠাতা ক্লাব সরে দাঁড়ায়। বার্সেলোনার বিদায়ের পর এখন প্রকাশ্যে শুধু রিয়াল মাদ্রিদই এই প্রকল্পের পক্ষে রয়েছে।

বার্সেলোনা ছিল এই সুপার লিগ পরিকল্পনার মূল ১২টি ক্লাবের একটি।

পাকিস্তানের সিদ্ধান্তে অবাক গাঙ্গুলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়েছেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি।

তিনি বলেছেন, বিশ্বকাপে ম্যাচ প্রত্যাহার করলে কেনো? এই প্রথম আমি শুনলাম যে, পাকিস্তান বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে খেলবে না। তারা (পাকিস্তান) শ্রীলঙ্কায় খেলছে। তাদের সিদ্ধান্তে আমি অবাক। বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ বলেও মত দেন গাঙ্গুলি।

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হওয়ার কথা পাকিস্তানের। তবে পাকিস্তান জানিয়েছে, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে তারা মাঠে নামবে না।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এরই মধ্যে বলেছেন, বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন তারা। নিরাপত্তা শঙ্কায় বাংলাদেশ দল বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে রাজি না হওয়ায়, তাদের জায়গায় সুযোগ দেওয়া হয় স্কটল্যান্ডকে।

বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে বিশাল অঙ্কের সম্ভাব্য আয় হারাবে আইসিসি। ম্যাচ বর্জনের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই এই সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য পরিণতির কথা জানিয়ে পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেয় বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। পাকিস্তানকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আহবানও জানানো হয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR